মহানবী (সঃ)-এর পবিত্র জন্ম দিবস

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন মানব কুলের মধ্যে সকল পূর্ণতার অধিকারী। আলাহর রব্বুল আলামীন তাঁকে রহমাতুলিল আলামীন রুপে (জগত সমূহের রহমত স্বরুপ) প্রেরণ করেন এবং তাঁর মাধ্যমেম ানব জাতির জন্য স্বীয় পথনির্দেশ পরিপূর্ণ মাত্রায় পৌঁছে দেন। তাঁর মাধ্যমে মানব জাতি অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়ে জ্ঞানের আলোকোজ্জ্বল জগতে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করে। তিনি ছিলেন সকল প্রকার মানবিক গুণাবলীর সর্বোত্তম নিদর্শন। তাই মহান আলাহ্ তায়ালা তাঁর ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি আশীষ বর্ষণ করেছেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) রবিউল মাসে ধরাধামে আগমন করেন। 'রবিউল আউয়াল' মানে হচ্ছে প্রথম বসন্ত বা বসন্তের প্রথম মাস। বস্তুত তাঁর আগমনে আবর উপদ্বীপে আলোর বসন্তের সূচনা হয়েছেযা পরে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাব কালে আরব উপদ্বীপে শুধু অজ্ঞতা ও মুর্খতার অন্ধকারই ছিল না, বরং এর অনিবার্য পরিণাম স্বরুপ কুফর, শির্‌ক, ভ্রাতৃ হত্যা, বৈষম্য, যুদ্ধ বিগ্রহ, অনৈতিকতা, জুলুম অত্যাচার, লুণ্ঠন, প্রতারণা ইত্যাদিতে নিমজ্জিত ছিল। নুরের নবীর আবির্ভাবে আরব উপদ্বীপ এ সব থেকে মুক্তি লাভ করে এবং ইহলৌকিক- পারলৌকিক উন্নতি- অগ্রগতির পথের সন্ধান লাভ করে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্ম মানব জাতির ইতিহাসে এক বিরাট যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পবিত্র মক্কা নগরীতে বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আব্দুলাহ্ বিন আব্দুল মুত্তালিব এব মাতার নাম ছিল আমিনা। তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন কাবা ঘরের তত্ত্বাবাধায়ক যা তৎকালীন মক্কা নগরীরর সর্বোত্তম সম্মান জনক পদ ছিল।

'আমল ফিল'বা 'হস্তীর বছর' মহানবী (সঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। একই বছর আবাসিনিয়ার সামরিক নায়ক আব্‌রাহা পবিত্র কাবা গৃহকে ধ্বংস করার জন্য মক্কা শরীফে হামলা চালায়। একটি হাতীর পিঠে বসে সে এ হামলার নেতৃত্ব প্রদান করে। আরবদের কাছে এটা ছিল একটা ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার। এ কারণে হাতীর ব্যাপারটি বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। এ বছরটি 'আমুল ফিল্' বা 'হাতীর বছর' নামে খ্যাত হয়। যা-ই হোক, ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট্ট ছোট্ট পাখিএসে আবরাহার বাহীনির ওপর প্রস্তর বর্ষণ করে। ফলে আবরাহা কাবা ধ্বংসের পদক্ষপ নেয়ার আগেই স্বীয় বাহিনীসহ ধ্বংস হয়ে যায়। কুরআনে মজীদের সুরা ফিল-এ এ ঘটনার উলেখ রয়েছে ।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্মের সময়বহু বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হয়। তাঁর জন্মের মুহূর্তে পারস্য সম্রাটের রাজ প্রাসাদের খিলান ধ্বসে পড়ে, পারস্যের অগ্নি পূজারীদের অনির্বণ শিখা নিভে যায় এবং মক্কা নগরীর কাবা গৃহে মোশরেকদের দ্বারা স্থাপিত দেবমূর্তি গুলো উপুড় হয়েযায়। এ সময় তাঁর অলৌলিক জ্যোতিতে আকাশ উজ্জল হয়ে যায় এবং পারস্য সম্রাট আনুশিরভান (নওশেরওয়াঁ) ও অগ্নিপূজারী পারসিকদের প্রধান পুরোহিত বয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখেন । (তারিখে ইয়াকুবী , বিহারুল আনোয়ার ও সীরাতে হালাবী প্রথম খন্ড)।

এ প্রসঙ্গে উলেখ্য যে, যে কোন নবীর জন্মই মানব সমাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ কারণে যে কোন নবীর জন্মের সময় বিস্ময়কর ঘটনাবলী সংঘটিত হয়ে থাকবে। কুরআনে মজীদ থেকে অন্যান্য নবী-রাসুল (সঃ) -এর জন্মকালীন সময়ে বিস্ময়কর ঘটনার আভাস পাওয়া যায় । উদহারণ স্বরূপ, হযরত মুসা (আঃ)-এর জন্ম ছিল একটি গুরুতপূর্ণ ঘটনা । ফিরাউন ভবিষ্যদ্বক্তদের মাধ্যমে

জানতে পেরেছিল যে, বনি ইসরাইল বংশে এমন এক শিশুর জন্ম হতে যাচ্ছেযিনি ফিরাউনী রাজত্বের বিপর্যয়ের কারণ হবে । তাইএ শিশুর জন্ম প্রতিহত করার লক্ষ্যে ফিরাউন ঐ সময় থেকে বনি ইসরাইল পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী প্রত্যেক পুরুষ শিশুকেহত্যা করার নির্দেশ দেয় এবং এ লক্ষ্যে বনি ইসরাইলের প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর পিছনে গোয়েন্দা নিয়োগ করে । কিন্তু এতদসত্তেও আলাহ্‌র ইচ্ছায় ফিরাউনের গোয়েন্দাদের চক্ষু এড়িয়ে হযরত মুসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন একংবিস্ময়কর ভাবে পরিস্থিতি এমন এক দিকে মোড় নেয়যে, তিনি ফেরাউনের গৃহেই লালিত পালিতও বড় হন । পরে তিনি ফিরাউনেরপ্রাসাদ থেকে অন্যত্র চলে যান। এরপর আলাহ তালা তাঁকে ফিরাউনের নিকট দীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য পাঠান। মহান আলাহ হযরত মুসা (আঃ)-কে বলেন ঃ আর আমি তোমাকেআমার নিজের জন্য তৈরী করেছি; তুমি ও তোমার ভাই আমাার নিদের্শনাবলী সহকারে যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না । তোমরা উভয়ে ফিরাউনের কাছে যাও, সে খুব উদ্ধ হয়ে গেছে ।”

– সুরাত্বা-হা ৪১-৪৩ নম্বর আয়াত ।

পবিত্র কুরআন মজীদে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মেরও চমৎকার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। (দ্রষ্টব্য সুরা মারিয়াম ১৮-৩২ নম্বর আয়াত ।)

বস্তুত এ জাতিয় ঘটনা হচ্ছে আলাহ তায়ালার ইচ্ছায় সংঘটিত অলৌকিক ঘটনা (মু’জিযাহ্‌)। মহান আলাহ তাঁরনবী- রাসুলগণের আগমন উপলক্ষে এসব ঘটনা সংঘটিত করান। অন্যথায় হযরত রাসুলে আকরাম (সঃ) -এর জন্মের রাতে যখন আনুশিরভানের প্রাসাদের খিলান ধ্বসে পড়লতখন তা কোন ভুমিকম্পের ঘটনা হলে তার পাশ্ববর্তী এক বৃদ্ধার কুটিরের কোন সামান্যতমও ক্ষতি হয়নি? তাছাড়া পারসিকদের অগ্নি মন্দিরের অনির্বাণ শিখার হেফাজাতের জন্য নিখুঁত ব্যবস্থা থাকা সত্তেও কেন তা নিভে গেল ?

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বলেন, রাসুলুলাহ্‌ (সঃ) ঐশী জ্ঞানের দ্বারা লালিত-পালিত হয়েছেন। তিনি হলেন সমগ্র সৃষ্টিলোকের নেতা বা অধিকর্তা।

হযরত ইমাম বাকের (আঃ) বলেন , হযরত রাসুলে আকরাম (সঃ)-কে তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করা হয়েছে; তাঁর কোন ছায়া ছিল না, তাঁর শরীরের এমন একটি সুগন্ধি ছিল যাথেকে যে কেউ বুঝতে পারত যে, তিনি এসেছেন বাউপস্থিত আছেন এবং তিনি যখন কোন গাছ বা কোন টিলার পাশ দিয়ে যেতেন তখন তাতাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত। যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে তাদের সকলের জন্যই তাঁর জন্ম দিবস রহমত স্বরূপ । কুরআনে মজীদ ও ইসলামের সমস্ত রহমত ও বরকত তাঁর সাথেই এসেছে । আলাহ্‌ তায়ালা যে সমগ্র জাহানের জন্য তাঁরএত বড় রহমতের উৎস প্রেরণ করেছেন এ জন্য সকলের উচিত মহান আলাহর নিকট জ্ঞাপন করা ।

রাসুলে আকরাম হযরত মুহাম্মদ (সঃ) অগণিত উত্তম গুণের অধিকারী ছিলেন । এখানে সেগুলোর মদ্য থেকে কয়েকটি গুণের উলেখ করা হল ঃ

১. তিনি ছিলেন মানবকুলের মধ্যে পূর্ণতম জ্ঞানী, কোনদিক থেকেই তাঁর চেয়ে অধিকরতর জ্ঞানী কেউ ছিল না বা হবে না ।

২. তিনি ছিলেন সমগ্র মানবকুলের মধ্যে মহত্তম ব্যক্তি

৩. তিনি সমগ্র সৃষ্টিলোকের জন্য আলাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নেতা ও অধিকর্তা

৪. সমগ্র মানবকুলের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক প্রিয়, তাঁর তুলনায় প্রিয়তর কেউ ছিল না বা হবেনা ।

৫. তিনি সমগ্র সৃষ্টিলোকের ও সকল নবী- রাসুল (আঃ)-এর সৃষ্টির কারণ।

৬. তিনি ফেরেশতাকুলের শিক্ষক। তিনি বিশ্বের সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন এবং একমাত্র আলাহ তায়ালার প্রতি মনোযোগী ছিলেন ।

হযরত রাসুলে আকরাম (সঃ) অনেক গুলো গুণবাচক নামের অধিকারী ছিলেন । তাঁর মূল নাম ছিল দু'টি ;মুহাম্মদ (প্রশংসিত) ও আহমদ (সর্বাধিক প্রশংসনীয়)। তাঁর গুণবাচক নাম গুলোর মধ্যে থেকে কয়েকটি এখানে উলেখ করা হল ঃ

১. সীরাজাম মুনীরা (প্রোজ্জ্বল প্রদীপ) ।

২. আল্ আমীন (বিশ্বস্ত, নির্ভনযোগ্য, আমানতদার) ।

৩. নুর (জ্যোতি)

৪. ত্বা-হা (পথ নির্দেশকও সত্যানুসন্ধানী)।

৫. ইয়া-সীন্ (সত্য ও সুবিচারের প্রতীক)

৬. মুযাক্কের (যিনি স্মরণ করিয়ে দেন)।

হাদীসে কুদসীতের য়েছে, আলাহ তায়ালা রাসুলে আকরাম হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে উদ্দেশ্য করেবলেন ঃ আমি আসমান জমীন, নভোলোকও সমুদ্র সৃষ্টি করার বহু পূর্বে আপনাকে ও আলীকে একটি জ্যোতির আকারে সৃষ্টি করে ছিলাম ।